سورة القدر

সূরা কদর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ
أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ
حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার রাত্রি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি একে (কোরআনকে) নাযিল করেছি শবে-কদরে। (সূরা দোখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলা হয়েছে ঃ) আপনি কি জানেন শবে-কদর কি? (অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে ঃ) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ এক হাজার মাস পর্যন্ত ইবাদত করার যে পরিমাণ সওয়াব, তার চেয়ে বেশী শবে-কদরে ইবাদত করার সওয়াব)।---(খাযেন) এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ্ (অর্থাৎ জিবরাঈল) তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলজনক কাজ নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে (এবং এ রাত) আদ্যোপান্ত শান্তিময়। [হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, শবে-কদরে হযরত জিবরাঈল একদল ফেরেশতাসহ আগমন করেন এবং যে ব্যক্তিকে নামায ও যিকিরে মশগুল দেখেন, তার জন্য রহমতের দোয়া করেন। কোর-আনে একেই سلام বলা হয়েছে এবং মঙ্গলজনক কাজের অর্থও তাই। এছাড়া রেওয়ায়েত-সমূহে এ রাত্রিতে তওবা কবূল হওয়া, আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং প্রত্যেক মু'মিনকে

ফেরেশতাগণের সালাম করার কথাও বর্ণিত আছে। এসব বিষয় যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে হয় এবং শান্তির কারণ হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অথবা امر-এর অর্থ এখানে সেসব বিষয়, যা সূরা দোখানে امر حكيم বলে বোঝানো হয়েছে। এ রাত্রিতে সেসব বিষয় সম্পন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে]। সে শবে-কদর (এ সওয়াব ও বরকতসহ) ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (অর্থাৎ কোন এক অংশে বরকত থাকবে, অন্য অংশে থাকবে না—এমন নয়)।

অনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ ইবনে আবী হাতেম (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ এ কথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্য শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (র) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাইলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা সূরা-কদর নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।—(মাযহারী)

ইবনে কাসীর ইমাম মালিকের এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মযহাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের মযহাব বলেছেন। খাত্তাবী এর উপর ইজমা দাবী করেছেন। কিন্তু কোন কোন হাদীসবিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

লায়লাতুল কদরের অর্থ ঃ কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবূ বকর ওয়াররাক বলেন ঃ এ রাত্রিকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য থাকে না, সে এ রাত্রিতে তওবা-ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতা-গণকে লিখে দেওয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন—ইসরাফীল, মীকাঈল, আযরাঈল ও জিবরাঈল (আ)।—(কুরতুবী)

সূরা দোখানে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ○ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا -

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ -এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাত্রি অর্থাৎ শবে-বরাত। তাঁরা বলেন যে, তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবে বরাতেই হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগভীর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সারা বছরের তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়।--(মাযহারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই রাত্রিতে তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফূয থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধিলিপি আদিকালেই লিখিত হয়ে গেছে।

শবে-কদর কোন্ রাত্রি: কোরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমযানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমযানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন তারিখ সম্পর্কিত হাদীস-সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-র এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।---(ইবনে কাসীর)

সহীহ্ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان--অর্থাৎ রমযানের শেষ দশকে শবে-কদর অন্বেষণ কর। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে: فاطلبوها في الوتر منها---অর্থাৎ শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ কর।---(মাযহারী)

শবে-কদরের কতক ফযীলত ও তাঁর বিশেষ দোয়া: এ রাত্রির সর্ববৃহৎ ফযীলত তো আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক হাজার মাসে তিরাশি বছরের কিছু বেশী হয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব কতগুণ, তার কোন সীমা নেই। অতএব দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, দশ গুণ, শতগুণ সবই হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকে, তার অতীত সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ শবে-কদরে সিদরাতুল-মুন্তাহায় অবস্থানকারী সব ফেরেশতা জিবরাঈলের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যপায়ী ও শূকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীকে সালাম করে।

অন্য এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। শবে-কদরে কেউ কেউ বিশেষ নূরও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও সওয়াব হাসিল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ দেখার কোন দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে পড়া উচিত নয়।

হযরত আয়েশা (রা) একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যদি আমি শবে-কদর পাই, কি দোয়া করব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এই দোয়া করো ঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ হে আল্লাহ্, আপনি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। ক্ষমা আপনার পছন্দনীয়। অতএব আমার গোনাহ্‌সমূহ মার্জনা করুন।---(কুরতুবী)

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ---এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কোরআন লওহে-মাহফূয থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমযানে, তওরাত ৬ই রমযানে, ইনজীল ১৩ই রমযানে এবং যবূর ১৮ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক ২০শে রমযানুল-মুবারকে নাযিল হয়েছে।---(মাযহারী)

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ---روح---বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট একদল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ

করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামায অথবা যিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন।---(মাযহারী)

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ---অর্থাৎ ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তফসীরবিদ একে سلام -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ।---(ইবনে কাসীর)

سَلَامٌ ---অর্থাৎ এ রাত্রি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই। (কুরতুবী) কেউ কেউ একে من كل امر-এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন---ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে।---(মাযহারী)

هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ---অর্থাৎ শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির কোন বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

জ্ঞাতব্য ঃ এ সূরায় শবে-কদরকে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শবে-কদর আসবে। অতএব হিসাব কিরূপে হবে? তফসীরবিদগণ বলেছেন, এখানে এমন এক হাজার মাস বোঝানো হয়েছে, যাতে 'শবে-কদর' নেই। অতএব কোন অসুবিধা নেই।---(ইবনে কাসীর)

উদয়াচলের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শবে-কদর হতে পারে। প্রত্যেক দেশের দিক দিয়ে যে রাত্রি কদরের রাত্রি হবে, সে রাত্রিতেই শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

মাস'আলা ঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইশা ও ফজরের নামায জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, সে-ও এ রাত্রির সওয়াব হাসিল করে। যে ব্যক্তি যত বেশী ইবাদত করবে, সে তত বেশী সওয়াব পাবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আতের সাথে পড়ে, সে অর্ধ রাত্রির সওয়াব অর্জন করে। যদি সে ফজরের নামাযও জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রাত্রি জাগরণের সওয়াব হাসিল করে।